সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা

লিগ্যাল এইড

বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সরকারি খরচে বিরোধ শেষ সবার আগে বাংলাদেশ

লিগ্যাল এইড হেল্পলাইন ১৬৬৯৯

টোল ফ্রি

বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচারপ্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান এবং অধিকতর জনমুখী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বিচারপ্রার্থী জনগণকে স্বল্প সময়ে কম খরচে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা প্রদানকল্পে প্রণয়ন করে "আইনগত সহায়তা প্রদান আইন"।

উক্ত আইনের ক্ষমতাবলে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে "বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠা করা হয়। সারাদেশে আইনগত সহায়তা সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ অধিদপ্তর সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একমাত্র এখতিয়ারসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান।

দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল বিচারপ্রার্থীর জন্য স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে "জেলা লিগ্যাল এইড অফিস" স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিটি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে যুগ্ম জেলা জজ এবং সিনিয়র সিভিল জজ/সিভিল জজ পদমর্যাদার বিচারক যথাক্রমে "চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার" ও "লিগ্যাল এইড অফিসার" হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে "সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার বিচারক লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। চৌকি আদালত ও শ্রম আদালতেও বিশেষ কমিটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে লিগ্যাল এইড অফিসসমূহের মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তিকে আইনি তথ্য ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়; একই সঙ্গে মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-case Mediation) ও মামলা দায়ের-পরবর্তী মধ্যস্থতা (Post-case Mediation) সেবা স্বল্প সময়ে ও সরকারি খরচে প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়াও আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচারপ্রাপ্তিতে অসমর্থ ব্যক্তি ও শ্রমজীবী জনগণকে সরকারি খরচে দায়েরযোগ্য বা বিচারাধীন মামলায় প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের কমিটিসমূহ

আইনগত সহায়তা কী?

"আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০" অনুযায়ী, আইনগত সহায়তা (লিগ্যাল এইড) হলো সরকারি খরচে প্রদত্ত একটি সেবা, যার মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যেকোনো বিচারপ্রার্থীকে আইনি পরামর্শ এবং স্বল্প সময়ে ও কম খরচে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR)-এর আওতায় মধ্যস্থতা (Mediation) সেবা প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে, আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে বিচারপ্রাপ্তিতে অসমর্থ ব্যক্তিকে দায়ের যোগ্য বা চলমান মামলায় প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।

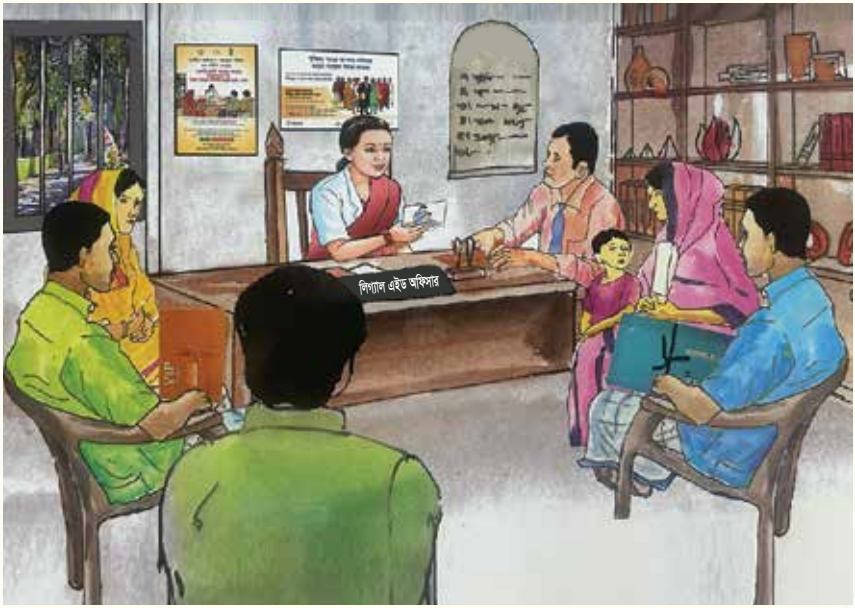

এই সেবার অন্তর্ভুক্ত :

- আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় আইনি তথ্য ও পরামর্শ প্রদান;
- মামলা দায়েরের পূর্বে বিরোধ মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ;
- আদালত বা ট্রাইব্যুনাল থেকে প্রেরিত মামলায় মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ;
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনজীবীর ফি ও মামলার সংশ্লিষ্ট ব্যয় বহন;
- নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী বা স্পেশাল মেডিয়েটরের সম্মানী প্রদান।

আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতা :

১। আইনি পরামর্শ প্রাপ্তির যোগ্যতা :

যেকোনো ব্যক্তি আইনগত সহায়তা (লিগ্যাল এইড) সংক্রান্ত তথ্য ও আইনি বিষয়ে পরামর্শ সেবা প্রাপ্তির যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

২। মামলাপূর্ব ও মামলা-পরবর্তী মধ্যস্থতা সেবা প্রাপ্তির যোগ্যতা :

যেকোনো ব্যক্তি বা পক্ষ–

(ক) আপসযোগ্য বিরোধ মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বিধি অনুসারে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন; এবং

(খ) আপসযোগ্য বিষয়ে চলমান মামলা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আদালতের মাধ্যমে লিগ্যাল এইড অফিসে প্রেরিত হলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ বিধি অনুসারে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্য হবেন।

৩। দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতা :

মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা উদ্যোগ গ্রহণের পর তা ব্যর্থ হলে অথবা বিরোধটি আপসযোগ্য না হলে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন–

- কোনো ব্যক্তি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গেজেটভুক্ত বীর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বা কোনো শ্রমিক, যার বার্ষিক আয় সরকার নির্ধারিত আয়কর সীমার নিচে;
- যেকোনো জুলাই যোদ্ধা বা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার;
- গুম হওয়া ব্যক্তি, তার পরিবার বা উক্ত গুমের কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ কোনো ব্যক্তি;
- যেকোনো শিশু;
- মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি;
- শারীরিক, মানসিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু;
- নিরাশ্রয় বা ভবঘুরে ব্যক্তি;
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ব্যক্তি;
- পারিবারিক সহিংসতার শিকার বা সহিংসতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি;

- বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত ব্যক্তি;
- ভিজিডি কার্ডধারী দুস্থ মাতা;
- দুর্বৃত্ত কর্তৃক এসিডদগ্ধ নারী বা শিশু;
- আদর্শ গ্রামে গৃহ বা ভূমি বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি;
- অসচ্ছল বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুস্থ মহিলা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি;
- আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আদালতে অধিকার প্রতিষ্ঠা বা আত্মপক্ষ সমর্থনে অসমর্থ ব্যক্তি;
- বিনা বিচারে আটক এবং আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনে অক্ষম ব্যক্তি;
- আদালত বা জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় বা অসচ্ছল হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তি।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস কর্তৃক প্রদত্ত আইনগত সেবাসমূহ :

ক. আইনি পরামর্শ ও জরুরি সহায়তা :

- আইনি তথ্য ও পরামর্শ প্রদান;
- নাগরিক, শিশু বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরি আইনগত সহায়তা (Emergency Legal Support) প্রদান;

খ. মধ্যস্থতা (Mediation) সেবা :

- মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-case Mediation) এর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি;
- মামলা দায়ের-পরবর্তী মধ্যস্থতা (Post-case Mediation) এর মাধ্যমে চলমান মামলার বিরোধ নিষ্পত্তি;
- আইনের তফসিলে উল্লিখিত বিরোধে বাধ্যতামূলক মামলাপূর্ব মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ;
- ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সরেজমিনে পরিদর্শন;
- বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতাকারী বা স্পেশাল মেডিয়েটর নিয়োগ এবং সম্মানী প্রদান;
- চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক মধ্যস্থতা চুক্তি প্রত্যায়ন; প্রত্যায়িত মধ্যস্থতা চুক্তি চূড়ান্ত, বলবৎযোগ্য এবং পক্ষগণের জন্য বাধ্যতামূলক। উক্ত চুক্তি আদালতের ডিক্রি বা ক্ষেত্রমত চূড়ান্ত আদেশ হিসেবে গণ্য হয় এবং এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের মাধ্যমে জারি করা যায়।

গ. সমন্বয় ও বিশেষ সহায়তা :

- প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক ও অভিবাসী শ্রমিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী আইনগত সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমের সমন্বয়;
- প্রয়োজন অনুযায়ী মানসিক স্বাস্থ্য, নিরাপদ আশ্রয়, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য সহায়ক সেবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে রেফার করা;

ঘ. জনসচেতনতা ও ডিজিটাল সেবা :

- আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, গণশুনানি, উঠান-বৈঠক ও কর্মশালার আয়োজন;
- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আইনগত সহায়তা বিষয়ে প্রচার;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে আইনগত সহায়তা সেবা সহজলভ্য করা;

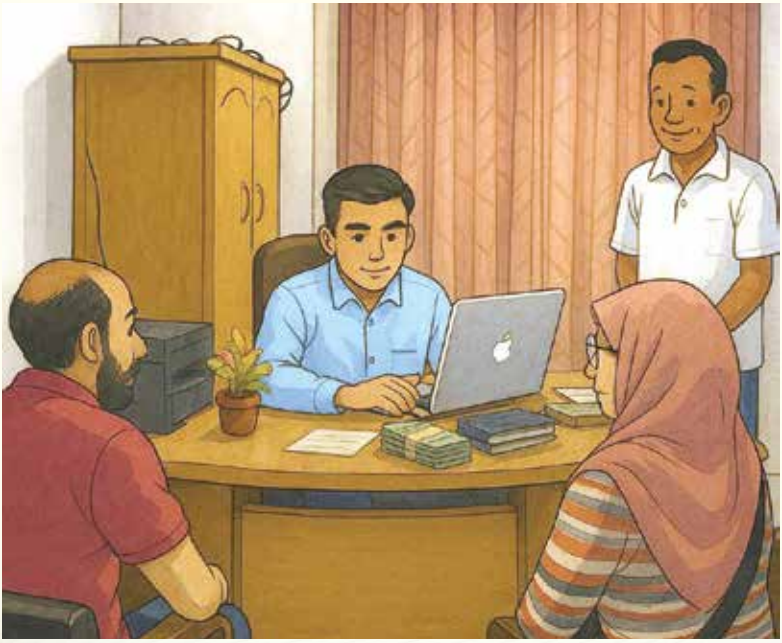

ঙ. মামলা পরিচালনা ও আর্থিক সহায়তা :

- মামলা পরিচালনার জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ;
- আইনজীবীর ফি, মধ্যস্থতাকারী বা স্পেশাল মেডিয়েটরের সম্মানী প্রদান;
- বিনামূল্যে রায় বা আদেশের অনুলিপি সরবরাহ;
- ডিএনএ পরীক্ষার ব্যয় বহন;
- ফৌজদারি মামলায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় বহন;
- সংশ্লিষ্ট প্রবিধান অনুযায়ী মামলার সকল প্রাসঙ্গিক ব্যয় বহন;

জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির কার্যাবলী :

(আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ধারা ১০ অনুযায়ী)

- আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদকে প্রস্তাব ও পরামর্শ প্রদান;
- জেলা জজ আদালত, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও অন্যান্য আদালতের জন্য প্যানেল আইনজীবীদের তালিকা অনুমোদন;
- প্যানেল আইনজীবীদের কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা, সেবার মান, সততা ও নিষ্ঠা বিবেচনায় নিয়মিত তালিকা হালনাগাদ;
- প্যানেলভুক্ত আইনজীবীর বিরুদ্ধে অর্থ দাবি, অনৈতিক আচরণ বা দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ পেলে তদন্ত ও শুনানির মাধ্যমে দোষী প্রমাণিত হলে–
  - বিষয়টি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে প্রেরণ;
  - সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নাম প্যানেল তালিকা থেকে অপসারণ;
- জেলা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার ও লিগ্যাল এইড অফিসারের কার্যক্রম তদারকি এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;
- সরকার বা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্পিত আইনগত সহায়তা সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

কতিপয় ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-case Mediation) প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আইনের তফসিলে নির্ধারিত বিরোধসমূহ :

তফসিল

ধারা ২১খ দ্রষ্টব্য

১। পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫-তে উল্লিখিত বিষয়;

২। বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-তে উল্লিখিত বিরোধ;

৩। সিভিল জজ আদালতের এখতিয়ারভুক্ত বণ্টন সম্পর্কিত বিরোধ;

৪। State Acquisition & Tenancy Act, 1950 এর section 96 এ উল্লিখিত অগ্রক্রয় সম্পর্কিত বিরোধ;

৫। Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 এর section 24 এ উল্লিখিত অগ্রক্রয় সম্পর্কিত বিরোধ;

৬। পিতামাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ অনুসারে পিতা-মাতার ভরণপোষণ সম্পর্কিত বিরোধ;

৭। Negotiable Instruments Act, 1881 এর section 138 এ বর্ণিত চেক ডিসঅনার সম্পর্কিত অভিযোগ (অনধিক তিন লক্ষ টাকা মূল্যমান চেকের ক্ষেত্রে);

৮। যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩ ও ৪ এ বর্ণিত যৌতুক সম্পর্কিত অভিযোগ;

৯। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ধারা ১১(গ)তে বর্ণিত যৌতুকের জন্য নির্যাতন সম্পর্কিত অভিযোগ।

* বর্তমানে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত ২০ টি জেলায় ২১খ ধারার বিধান প্রযোজ্য *

বর্তমানে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত ২০ টি জেলায় ২১ খ ধারার বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতার উদ্যোগ সংক্রান্ত বিধান কার্যকর।

২০ টি জেলা : ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, নরসিংদী, ঝিনাইদহ, মাগুরা, লক্ষ্মীপুর।

যেসব মামলায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিস কর্তৃক সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয় :

ফৌজদারি মামলা :

- স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর পুনর্বিবাহ
- আঘাত বা গুরুতর আঘাত
- যৌতুক দাবি বা যৌতুকের জন্য নির্যাতন
- এসিড নিক্ষেপ
- মানব পাচার
- অপহরণ
- প্রতারণা
- ধর্ষণসহ অন্যান্য ফৌজদারি মামলাসমূহ

দেওয়ানি মামলা :

- সম্পত্তি বণ্টন বা বাটোয়ারা
- চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা
- ঘোষণামূলক মোকদ্দমা
- চুক্তি সংক্রান্ত মামলা
- সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের মামলাসহ অন্যানা মামলাসমূহ

পারিবারিক মামলা :

- শিশু-সন্তানদের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান
- ভরণপোষণ
- দেনমোহর
- বিবাহ-বিচ্ছেদ
- দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার এবং এসব বিরোধ হতে উদ্ভূত অন্যান্য মামলা/ মোকদ্দমা

শ্রমিক আইন সহায়তা সেল :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অসহায় ও দরিদ্র শ্রমিক যাদের বার্ষিক আয় সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত আয়কর সীমার নিচে, তাদেরকে সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালে ঢাকা শ্রম আদালত ভবন এবং ২০১৬ সালে চট্টগ্রাম শ্রম আদালত ভবনে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন করা হয়েছে।

শ্রমিক আইন সহায়তা সেল কর্তৃক সরকারি খরচে প্রদত্ত আইনগত সেবাসমূহ :

- আইনি পরামর্শ প্রদান;
- অনুযোগপত্র প্রণয়নে সহযোগিতা করা;
- মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা;
- শ্রমিকদের পক্ষে মামলা দায়ের পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা;
- শ্রমিকের পক্ষে শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করা;
- আইনগত অধিকার বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস কর্তৃক প্রদত্ত আইনগত সেবাসমূহ :

দেশের অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণ যারা নিম্ন আদালতের কোন রায় বা আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে উচ্চ আদালতে আপীল বা রিভিশন দায়ের করতে আগ্রহী তারা সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের প্রদত্ত সেবাসমূহ :

- আইনি পরামর্শ প্রদান
- মামলা দায়ের ও পরিচালনা
- মামলার গুণাগুণ বিষয়ে মতামত প্রদান
- মামলার আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির কার্যাবলী :

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ৮ (খ) নং ধারা অনুসারে;

- আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদকে প্রস্তাব ও পরামর্শ প্রদান।
- প্যানেল আইনজীবীর তালিকা অনুমোদন ও নিয়মিত হালনাগাদ করা।
- লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে দোষী আইনজীবীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে ব্যবস্থা গ্রহণ ও তালিকা থেকে অপসারণ।
- সুপ্রীম কোর্ট সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসারের কার্যক্রম তদারকি ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।
- সরকার বা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

যেসব মামলায় সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস কর্তৃক সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয় :

- দেওয়ানি আপিল
- দেওয়ানি রিভিশন
- ফৌজদারি আপিল
- ফৌজদারি রিভিশন
- জেল আপিল
- রিট পিটিশন
- লিভ-টু আপিল

সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রণীত আইন ও বিধিসমূহ :

- আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০
- আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪
- উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী ইত্যাদি প্রবিধানমালা, ২০১১
- আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনি পরামর্শ ও মধ্যস্থতা) বিধিমালা, ২০২৫
- আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫
- চৌকি আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী, ইত্যাদি প্রবিধানমালা, ২০১৬
- শ্রম আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী, ইত্যাদি প্রবিধানমালা, ২০১৬

মধ্যস্থতা/বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) :

(ক) দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের ৮৯এ ধারার বিধানের মাধ্যমে আদালতের মাধ্যমে মধ্যস্থতা:

দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের বিধান অনুসারে যেকোনো দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদী কর্তৃক মামলা দায়ের এবং বিবাদীর লিখিত জবাব দাখিলের পর আদালত শুনানি মুলতবি করে বাধ্যতামূলকভাবে মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে একটি তারিখ নির্ধারণ করেন।

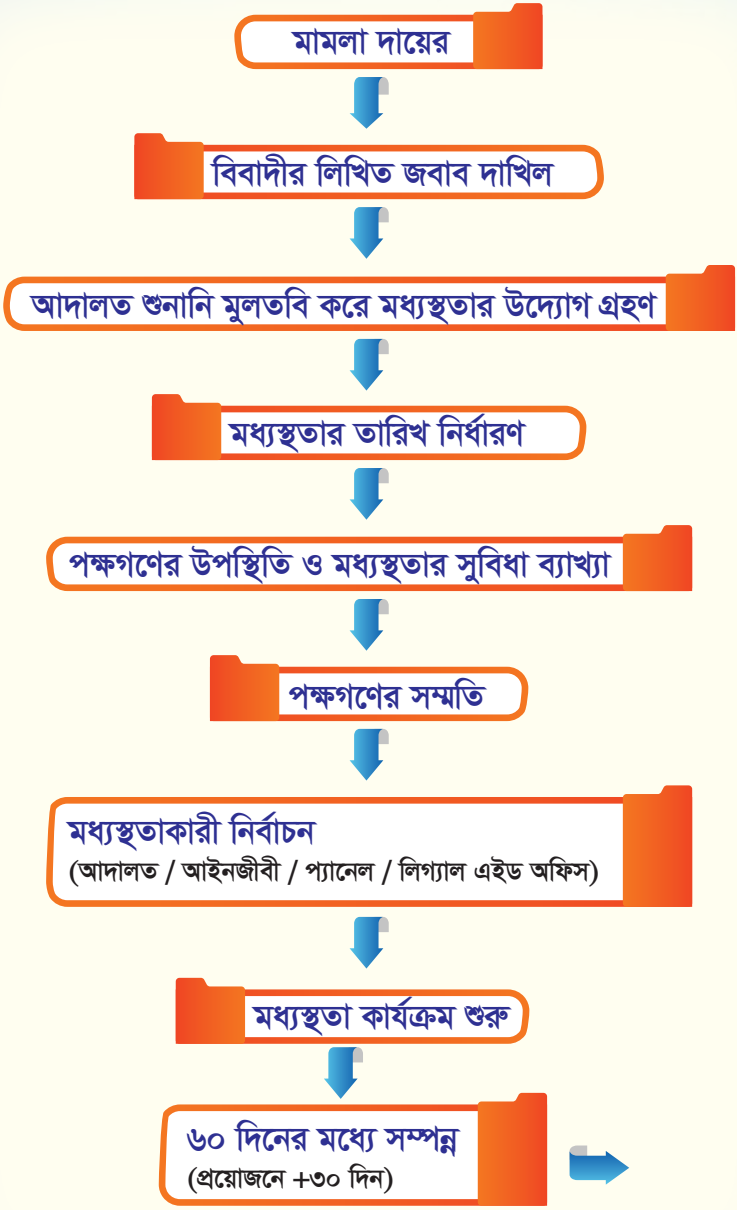
মামলা দায়ের
বিবাদীর লিখিত জবাব দাখিল
আদালত শুনানি মুলতবি করে মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ
মধ্যস্থতার তারিখ নির্ধারণ
পক্ষগণের উপস্থিতি ও মধ্যস্থতার সুবিধা ব্যাখ্যা
পক্ষগণের সম্মতি
মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন
(আদালত / আইনজীবী / প্যানেল / লিগ্যাল এইড অফিস)
মধ্যস্থতা কার্যক্রম শুরু
৬০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন
(প্রয়োজনে +৩০ দিন)

সমঝোতা হয়েছে ?

হ্যাঁ

লিখিত চুক্তি প্রস্তুত

পক্ষগণের স্বাক্ষর

৭ দিনের মধ্যে আদালতের ডিক্রি/আদেশ

কোর্ট ফি ফেরত

না

মামলা পূর্বের ধাপ থেকে চলবে
(স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়া)

মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সুবিধাসমূহ :

- স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অনেক কম সময়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়;
- মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমঝোতা হলে কোর্ট ফি ফেরত পাওয়া যায়;
- আদালত বা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করলে কোনো খরচ বহন করতে হয় না;
- পক্ষগণ নিজেরাই মধ্যস্থতাকারী (মেডিয়েটর) নির্বাচন করতে পারেন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে পক্ষগণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে;
- জয়-পরাজয়ের পরিবর্তে উভয় পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধান (Win–Win) সৃষ্টি হয়;
- মধ্যস্থতাকারী কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন না, বরং পক্ষগণকে সমঝোতায় পৌঁছাতে সহায়তা করেন।

(খ) আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর অধীনে মধ্যস্থতা কার্যক্রম :

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন অনুযায়ী "মধ্যস্থতা" হলো এমন একটি আইনি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার, লিগ্যাল এইড অফিসার বা নিযুক্ত স্পেশাল মেডিয়েটর বিবদমান পক্ষগণের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করেন। এ প্রক্রিয়ায় পক্ষগণ বা তাদের প্রতিনিধিরা শারীরিক বা ভার্চুয়ালভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত–

- মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-case Mediation); এবং
- আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেরিত মামলা-পরবর্তী মধ্যস্থতা (Post-case Mediation)।

মধ্যস্থতাকারী :

যদি কোনো ব্যক্তি তার আপসযোগ্য বিরোধ বা মামলা আপস-মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে চান, তাহলে তিনি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করতে পারেন। আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এবং আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনি পরামর্শ ও মধ্যস্থতা) বিধিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার ও লিগ্যাল এইড অফিসার এই মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

এছাড়া, প্রয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ বা মধ্যস্থতা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইনজীবীদের স্পেশাল মেডিয়েটর হিসেবে নিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

মধ্যস্থতা চুক্তির আইনগত বাধ্যবাধকতা :

মধ্যস্থতা চুক্তি আদালতের রায়ের মতোই কার্যকর ও বাধ্যতামূলক। আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০-এর ধারা ২১গ অনুযায়ী, পক্ষগণের স্বাক্ষরিত এবং চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত মধ্যস্থতা চুক্তি আদালতের ডিক্রি বা ক্ষেত্রমত চূড়ান্ত আদেশ হিসেবে গণ্য হয়। এ ধরনের চুক্তি আইনগতভাবে বলবৎযোগ্য এবং সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনে, উক্ত চুক্তি এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের মাধ্যমে জারি করা যায়।

বিরোধ হলে শুধু মামলা নয়
জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে আপসও হয়

কেন মধ্যস্থতা গুরুত্বপূর্ণ?

মধ্যস্থতা হলো আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি সহজ, দ্রুত ও কার্যকর পদ্ধতি, যেখানে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় বিবাদমান পক্ষগুলো পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছায়।

এ পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময় ও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই বিরোধের সমাধান সম্ভব হয়। একই সঙ্গে, একতরফা জয়-পরাজয়ের পরিবর্তে উভয় পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধান তৈরি হয়, যা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করে।

এ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী কোনো পক্ষের ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন না; বরং তিনি পক্ষদ্বয়কে আলোচনার মাধ্যমে নিজেরাই সমঝোতায় পৌঁছাতে সহায়তা করেন। ফলে এখানে একতরফা জয়-পরাজয়ের পরিবর্তে উভয় পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য উইন-উইন (Win-Win) সমাধান তৈরি হয়।

বর্তমানে আদালতে মামলার জট এবং দীর্ঘসূত্রতার কারণে একটি মামলা নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। কিন্তু মধ্যস্থতার মাধ্যমে উভয় পক্ষ সরাসরি আলোচনায় বসে স্বল্প সময়ে ও কম খরচে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

যদি কোনো কারণে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব না হয়, তাহলে পক্ষগণ প্রচলিত আইনি প্রক্রিয়ায় মামলা পরিচালনা করতে পারেন।

মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণের কারণ :

- স্বল্প সময়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব;
- মামলার খরচ কম হয়;
- প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ গোপনীয়;
- পক্ষগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা থাকে;
- উভয় পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধান হয়;
- পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

সনদপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারীর কার্যক্রমের স্বীকৃতি :

আইনগত সহায়তা প্রদান আইনের ১৫গ এ সংযোজিত বিধান অনুসারে, সনদপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী বিধিমালা বা অধিদপ্তরের আদেশ অনুযায়ী যে সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন, সেগুলো চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক স্বীকৃতি (Accreditation) পাওয়ার উদ্দেশ্যে তার নিকট যাচাই ও প্রত্যয়নের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার যাচাই করে প্রত্যায়ন করলে উক্ত মধ্যস্থতা চুক্তি আইনগতভাবে আদালতের রায়ের সমান কার্যকর বলে গণ্য হবে। কোনো পক্ষ চুক্তির শর্ত পালন না করলে তা এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের মাধ্যমে জারি বা কার্যকর করা যাবে।

ভার্চুয়াল সভা (Virtual Mediation) :

আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনি পরামর্শ ও মধ্যস্থতা) বিধিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী শারীরিক উপস্থিতির পাশাপাশি ভার্চুয়াল মাধ্যমেও মধ্যস্থতা সভা আয়োজনের বিধান রাখা হয়েছে। বিধি ১৯ অনুসারে-

- পক্ষগণের সম্মতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ভার্চুয়াল মাধ্যমে মধ্যস্থতা সভা আয়োজন করা যাবে;
- অংশগ্রহণকারীদের সনাক্তকরণের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র, মোবাইল নম্বর, ইমেইল, ছবি এবং প্রয়োজনে পাসপোর্টসহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে;
- প্রবাসী পক্ষ যুক্ত থাকলে সমঝোতার ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত চুক্তির স্ক্যান কপি কনস্যুলেট/দূতাবাসের মাধ্যমে প্রেরণ এবং হার্ডকপি ডাক বা কুরিয়ারে পাঠাতে হবে;
- প্রবাসী পক্ষের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর গ্রহণযোগ্য;
- ভার্চুয়াল মধ্যস্থতা সভায় গোপনীয়তা সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক।

মেডিয়েশন সেবা পেতে কী করবেন :

আদালত / সরাসরি আবেদন

- জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে যোগাযোগ (৬৪ টি জেলায় লিগ্যাল এইড অফিস অবস্থিত)
- নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ
- সরাসরি বা অনলাইনে আবেদন দাখিল
- মধ্যস্থতা (মেডিয়েশন) প্রক্রিয়া শুরু
- বিরোধ নিষ্পত্তি (সরকারি খরচে)

আবেদনপত্র প্রাপ্তিস্থান :

সরকারি খরচে আইনগত সহায়তার জন্য নিম্নোক্ত স্থানসমূহে আবেদনপত্র পাওয়া যায়ঃ

(ক) জেলা জজ আদালত ভবন অথবা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে অবস্থিত "জেলা লিগ্যাল এইড অফিস"

(খ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থিত "সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কার্যালয়"

(গ) ঢাকা ও চট্টগ্রামের শ্রম আদালত ভবনে অবস্থিত "শ্রমিক আইন সহায়তা সেল"

(ঘ) www.dbla.gov.bd (বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট)

আইনগত সহায়তার আবেদন :

আইনগত সহায়তার জন্য সকল আবেদন প্রাপ্তির জন্য :

- সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা পাওয়ার জন্য ৬৪ টি জেলার জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে সরাসরি বা অনলাইনে আবেদন দাখিল;
- সুপ্রীম কোর্টে সরকারি আইনি সহায়তা পাওয়ার জন্য সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসে সরাসরি বা অনলাইনে আবেদন দাখিল;
- ঢাকা ও চট্টগ্রামের শ্রম আদালতে অবস্থিত শ্রমিক আইন সহায়তা সেল-এর কার্যালয় হতে আবেদনপত্র গ্রহণ করে সরাসরি বা অনলাইনে আবেদন দাখিল।

আবেদনপত্র দাখিল করার প্রক্রিয়া :

- দরখাস্তকারী নিজে বা তার মামলা তদারককারী বা প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট জেলার লিগ্যাল এইড অফিসে অনলাইনে বা সরাসরি আবেদনপত্র দাখিল করতে পারেন।
- তাছাড়া কারা কর্তৃপক্ষ, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার (ইউপি সদস্য), কমিশনার, সমাজসেবা কর্মকর্তা বা বিভিন্ন এনজিও কর্মকর্তাদের মাধ্যমেও আইনগত সহায়তার আবেদনপত্র লিগ্যাল এইড অফিসে পাঠানো যায়।
- আবেদনপত্র জমাদানসহ যেকোনো প্রয়োজনে উক্ত অফিসের সহায়ক কর্মকর্তা অথবা অফিস সহকারি সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন।

- এছাড়া www.dbla.gov.bd ওয়েবসাইটে অনলাইনে আইনগত সহায়তা/ লিগ্যাল এইড প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা যায়।

অসহায়, দরিদ্র, নির্যাতিত অথবা যেকোনো ব্যক্তি আইনি পরামর্শ ও তথ্য সেবার জন্য দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে বিনামূল্যে ফোন করতে পারেন টোল ফ্রি লিগ্যাল এইড হেল্পলাইন ১৬৬৯৯ নম্বরে।

লিগ্যাল এইড হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহ :

- আইনি পরামর্শ
- আইনগত তথ্য
- আইনগত কাউন্সিলিং
- মামলা/ মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য
- সরকারি আইনগত সেবা সম্পর্কিত যেকোনো পরামর্শ ও অভিযোগ গ্রহণ

কারাবন্দিদের আইনগত সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়া

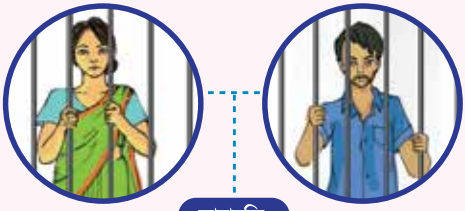

কারাবন্দি

কারাবন্দিদের আইনগত সহায়তা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ

পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা

জেল সুপারের কাছে অনুরোধ করা

সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার

যেখানে যেতে হবে

কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইনগত সহায়তার আবেদন

মনে রাখতে হবে

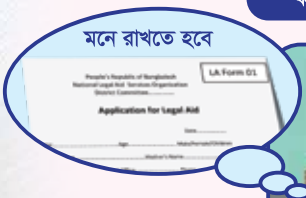

আবেদন ফরম পূরণ করে কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে প্রেরণ

কারা কর্তৃপক্ষ ও জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহায়তা

মনে রাখতে হবে

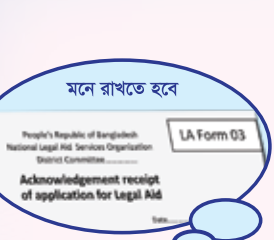

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে আবেদন গ্রহণ এবং প্রাপ্তি স্বীকার

এলএ ফরম-৬ ব্যবহার করে কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মামলার সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ

মনে রাখতে হবে

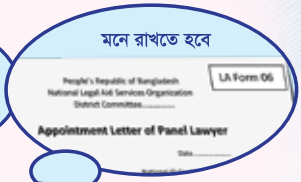

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস কর্তৃক আইনজীবী নিয়োগ

আইনজীবীর সাথে যোগাযোগের সময় এলএ ফরম-৭ সাথে আনুন

মনে রাখতে হবে

আইনজীবী নিযুক্তির পর

কারাগারে কারাবন্দীর সাথে প্যানেল আইনজীবীর সাক্ষাৎ

প্যানেল আইনজীবীকে মামলার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ

আদালতে বিচারিক প্রক্রিয়া

জামিন, জামিনদার সংগ্রহ ও আদালতে নিয়মিত হাজিরার পরামর্শ

[প্রযোজ্য হলে]

রায়

শাস্তি

খালাস

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে আইনি বিরোধ সমাধানের যাত্রা

বিরোধের শুরু

বিরোধ হলে কী করবো

এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে পরামর্শ

পোস্টার/লিফলেট ইত্যাদি থেকে তথ্য জানা

পরিবার ও প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনা

যোগাযোগ করবো

ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি (ইউনিয়ন পরিষদ)

লিগ্যাল এইড/বিনামূল্যে সরকারি আইনি সহায়তা পেতে **ফ্রি কল**

উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি (উপজেলা পরিষদ)

জেলা জজ আদালত অথবা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অবস্থিত জেলা লিগ্যাল এইড অফিস

চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার বরাবর আবেদন

বিরোধটি মীমাংসা বা আপসযোগ্য হলে লিগ্যাল এইড অফিসারের করণীয়

বিরোধীয় পক্ষকে নোটিশ প্রদান ও মীমাংসা সভার তারিখ ধার্য

বিরোধীয় পক্ষের উপস্থিতিতে মীমাংসা সভার আয়োজন

একাধিক বৈঠকের মাধ্যমে বিরোধের সমাধান

সমাধান

বিরোধটি মীমাংসা বা আপস-অযোগ্য হলে লিগ্যাল এইড অফিসারের করণীয়

মামলা দায়েরের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন

আইনজীবী নিয়োগ, আদালতে বিচারিক প্রক্রিয়া

রায়

সমাধান

লিগ্যাল এইড সেবার জন্য অফিস সময়ে যোগাযোগ করুন

ক্র.নং	অফিসের নাম	অফিসের ঠিকানা ও অবস্থান	কক্ষ নম্বর	হটলাইন নম্বর	টেলিফোন নম্বর
১	সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গন	--	০১৭০০৭৮৪২৭০	০২৪৭১২১৫৩৭ ০২২২৩৩৫৮৮৪২

ক্র.নং	অফিসের নাম	অফিসের ঠিকানা ও অবস্থান	কক্ষ নম্বর	হটলাইন নম্বর	টেলিফোন নম্বর
১.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ঢাকা	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন, (৫ম তলা পূর্ব পাশে)	--	০১৭০০৭৮৪২৭১	০২২২৩৩৫৭৫৪৮
২.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস গাজীপুর	জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১২৯	০১৭০০৭৮৪২৭২	০২৪৯২৭৩৩০৬
৩.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস মুন্সীগঞ্জ	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৫ম তলা)	৫০১	০১৭০০৭৮৪২৭৩	০২৯৯৭৭৩২৬৯৭
৪.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস নরসিংদী	জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন	১০৫	০১৭০০৭৮৪২৭৪	০২২২৪৫৩৪৩৭
৫.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস মানিকগঞ্জ	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (৫ম তলা)	--	০১৭০০৭৮৪২৭৫	০২৯৯৬৬১০৫৬৯
৬.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস নারায়ণগঞ্জ	জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১১০-১১২	০১৭০০৭৮৪২৭৬	০২২২৩৩০৪৫০৮
৭.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস নেত্রকোণা	জেলা ও দায়রা জজ আদালত	২১০	০১৭০০৭৮৪২৭৭	০২৯৯৮৮২৭০৫২
৮.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস কিশোরগঞ্জ	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নিচতলা)	১০৬	০১৭০০৭৮৪২৭৮	০২৯৯৮৮৩২০২২
৯.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ফরিদপুর	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৩য় তলা)	৩০৪	০১৭০০৭৮৪২৭৯	০২৪৭৮৮০৫৪৫৬
১০.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস রাজবাড়ী	জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১০৯	০১৭০০৭৮৪২৮০	০২৪৭৮৮০৭৮৭৬
১১.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস গোপালগঞ্জ	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নিচতলা)	--	০১৭০০৭৮৪২৮১	০২৪৭৮৮২১০৫২
১২.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস মাদারীপুর	জেলা ও দায়রা জজ আদালত	১০৪-১০৫	০১৭০০৭৮৪২৮২	০২৪৭৮৮১০২০৮

সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস এবং জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের তথ্যসমূহ

ক্র.নং	অফিসের নাম	অফিসের ঠিকানা ও অবস্থান	কক্ষ নম্বর	হটলাইন নম্বর	টেলিফোন নম্বর
১৩.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস শরীয়তপুর	জেলা ও দায়রা জজ আদালত (২য় তলা)	০৫	০১৭০০৭৮৪২৮৩	০২৪৭৮৮১৫২২৬
১৪.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস জামালপুর	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	৩০৭	০১৭০০৭৮৪২৮৪	০২৯৯৮৮২৩০৭১
১৫.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ময়মনসিংহ	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (৫ম তলা)	৫০৫	০১৭০০৭৮৪২৮৫	০২৯৯৭৭১০৩২১
১৬.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস শেরপুর	জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন	--	০১৭০০৭৮৪২৮৬	০২৯৯৭৭৮১০৯৯
১৭.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস টাঙ্গাইল	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৫ম তলা)	৫০৩	০১৭০০৭৮৪২৮৭	০২৯৯৭৭১৪৬৩৭
১৮.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস রাজশাহী	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৮ম তলা, পূর্ব দিকে)	৭০২	০১৭০০৭৮৪২৮৮	০২৫৮৮৮০১৫৪৫
১৯.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৩য় তলা)	৩১০-৩১১	০১৭০০৭৮৪২৮৯	০২৫৮৮৮৯২৪৩০
২০.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস নাটোর	জেলা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	--	০১৭০০৭৮৪২৯০	০৭৭১৬২০৪৯
২১.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস নওগাঁ	জেলা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১১১	০১৭০০৭৮৪২৯১	০২৫৮৮৮২০৩৩৩
২২.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস পাবনা	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট (নিচতলা)	১০২	০১৭০০৭৮৪২৯২	০২৫৮৮৮৪৩৫৯২
২৩.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস সিরাজগঞ্জ	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নিচতলা)	--	০১৭০০৭৮৪২৯৩	০২৫৮৮৮৩০২৬০
২৪.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস বগুড়া	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৪র্থ তলা)	৪১৬	০১৭০০৭৮৪২৯৪	০২৫৮৮৮১৩২৩১
২৫.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস জয়পুরহাট	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৩য় তলা পশ্চিম পাশে)	৩০৮-৩০৯	০১৭০০৭৮৪২৯৫	০২৫৮৯৯১৫৪৯৩
২৬.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস রংপুর	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন (৩য় তলা,পশ্চিম পাশে)	--	০১৭০০৭৮৪২৯৬	০২৫৮৯৯৬১৪১৭
২৭.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস নীলফামারী	জেলা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১২৫	০১৭০০৭৮৪২৯৭	০২৫৮৯৯৫৫৪৬৬
২৮.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস গাইবান্ধা	জেলা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১১০-১১১	০১৭০০৭৮৪২৯৮	০২৫৮৮৮৭৭৫৬৪
২৯.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস কুড়িগ্রাম	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৩য় তলা)	৩০৮-৩০৯	০১৭০০৭৮৪২৯৯	০২৫৮৯৯৫০০৯৪
৩০.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস লালমনিরহাট	জেলা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১১১	০১৭০০৭৮৪৩০০	০২৫৮৯৯৮৬৭৪৫
৩১.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস দিনাজপুর	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৫ম তলা উত্তর পাশে)	৫০৯	০১৭০০৭৮৪৩০১	০২৫৮৯৯২১২২৭
৩২.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ঠাকুরগাঁও	জেলা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১১৬	০১৭০০৭৮৪৩০২	০২৫৮৭৭৩১০৪২

সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস এবং জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের তথ্যসমূহ

ক্র.নং	অফিসের নাম	অফিসের ঠিকানা ও অবস্থান	কক্ষ নম্বর	হটলাইন নম্বর	টেলিফোন নম্বর
৩৩.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস পঞ্চগড়	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৪র্থ তলা)	৪০৯	০১৭০০৭৮৪৩০৩	০২৫৯৯৪১৭৮৬
৩৪.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস খুলনা	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ভবন (৫ম তালা,পশ্চিম পাশে)	--	০১৭০০৭৮৪৩০৪	০২৪৭৭৭২৯৩৭০
৩৫.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস সাতক্ষীরা	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৩য় তলা)	৩১১	০১৭০০৭৮৪৩০৫	০২৪৭৭৭৪০০৯৮
৩৬.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস বাগেরহাট	জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১০৫-১০৬	০১৭০০৭৮৪৩০৬	২৪৭৭৭৫১৪৬০
৩৭.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস যশোর	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৪র্থ তলা)	৪১২	০১৭০০৭৮৪৩০৭	২৪৭৮৮৫০১৫৫
৩৮.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ঝিনাইদহ	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৪র্থ তলা)	৪০১-৪০২	০১৭০০৭৮৪৩০৮	০২৪৭৭৭৪৬৬৭৩
৩৯.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস মাগুরা	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৮ম তলা)	৮০৩-৮০৪	০১৭০০৭৮৪৩০৯	০২৪৭৭৭১১১৬২
৪০.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস নড়াইল	জেলা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	০৬	০১৭০০৭৮৪৩১০	০২৪৭৯৯২৩৯১২
৪১.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস কুষ্টিয়া	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নিচতলা)	১০৫	০১৭০০৭৮৪৩১১	০২৪৭৭৭৮২৩৭৮
৪২.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস মেহেরপুর	জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন (৩য় তলা)	৩১৩-৩১৪	০১৭০০৭৮৪৩১২	০২৪৭৭৭৯২২৭৫
৪৩.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস চুয়াডাঙ্গা	জেলা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	--	০১৭০০৭৮৪৩১৩	০২৪৭৭৭৮৭৫৪৪
৪৪.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস বরিশাল	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নিচতলা)	১০৩	০১৭০০৭৮৪৩১৪	০২৪৭৮৮৬১১১৯
৪৫.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ভোলা	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নিচতলা)	১০১	০১৭০০৭৮৪৩১৫	০২৪৭৮৮৯৩০৪৪
৪৬.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ঝালকাঠি	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নীচ তলা)	১০৭	০১৭০০৭৮৪৩১৬	০২৪৭৮৮৭৫৩৯৪
৪৭.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস পিরোজপুর	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নিচতলা)	১০১	০১৭০০৭৮৪৩১৭	০২৪৭৮৮৯০৬৫২
৪৮.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস পটুয়াখালী	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (৩য় তলা)	--	০১৭০০৭৮৪৩১৮	০২৪৭৮৮৮১৫৫১
৪৯.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস বরগুনা	জেলা জজ আদালত ভবন	১৯-২২	০১৭০০৭৮৪৩১৯	০২৪৭৮৮৮৫৯৯৩
৫০.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস চট্টগ্রাম	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (৬ষ্ঠ তলা)	৬১২	০১৭০১২৬৭৩৮০	০২৩৩৩৩৬১৮৪১
৫১.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস কুমিল্লা	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (৩য় তলা)	৩০৯	০১৭০১২৬৭৩৮২	০২৩৩৪৪০৪৮৭৩
৫২.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস চাঁদপুর	জেলা ও দায়রা জজ আদালত (২য় তলা)	৩৫	০১৭০১২৬৭৩৮১	০২৩৩৪৪৮৬৩১০

সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস এবং জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের তথ্যসমূহ

ক্র.নং	অফিসের নাম	অফিসের ঠিকানা ও অবস্থান	কক্ষ নম্বর	হটলাইন নম্বর	টেলিফোন নম্বর
৫৩.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ব্রাহ্মণবাড়িয়া	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৫ম তলা)	৫০৩	০১৭০১২৬৭৩৮৩	০২৩৩৭৭৪০২৬০
৫৪.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস নোয়াখালী	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৪র্থ তলা)	৪০৮-৪০৯	০১৭০১২৬৭৩৮৪	০২৩৩৪৪৯১৪২০
৫৫.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস লক্ষীপুর	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৫ম তলা)	৫০২	০১৭০১২৬৭৩৮৫	০২৩৩৪৪৪১৭০৩
৫৬.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ফেনী	জেলা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১২০	০১৭০১২৬৭৩৮৬	০২৩৩৪৪৭৪৫৫৫
৫৭.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস কক্সবাজার	জেলা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১২৩-১২৪	০১৭০১২৬৭৩৮৭	০২৩৩৪৪৬২৩৩৩
৫৮.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস বান্দরবান	জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন (নিচতলা)	১০৩	০১৭০১২৬৭৩৮৮	০২৩৩৩৩০২৬৪৯
৫৯.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস খাগড়াছড়ি	জেলা ও দায়রা জজ আদালতের (নিচতলা)	--	০১৭০১২৬৭৩৮৯	০২৩৩৩৩৪৩৯৭০
৬০.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস রাঙ্গামাটি	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নিচতলা)	১১০	০১৭০১২৬৭৩৯০	০২৩৩৩৩৭১৭৬৯
৬১.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস সিলেট	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৫ম তলা)	৫১১-৫১২	০১৭০১২৬৭৩৯১	০২৯৯৭৭০১২৬৯
৬২.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস মৌলভীবাজার	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট (৪র্থ তলা)	--	০১৭০১২৬৭৩৯২	০২৯৯৬৬৮৩৯৭০
৬৩.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস হবিগঞ্জ	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (৩য় তলা)	৩০৩	০১৭০১২৬৭৩৯৩	০৮৩১৬৩৬১৬
৬৪.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস সুনামগঞ্জ	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নিচতলা)	১০২	০১৭০১২৬৭৩৯৪	০২৯৯৮৮৪২৫১২
৬৫.	শ্রমিক আইন সহায়তা সেল ঢাকা	টেপা কমপ্লেক্স, ৮ম তলা, ১৬৯/ক, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১১০০	--	০১৭০১২৬৭৪৩১	--

সরকারি খরচে বিরোধ শেষ
সবার আগে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিনা খরচে আইনি সেবা নিন

বিনা খরচে আইনি পরামর্শ ও তথ্য সেবা পেতে কল করুন

লিগ্যাল এইড হেল্পলাইন

১৬৬৯৯

টোল ফ্রি

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

হেল্পলাইনের সেবাসমূহ:

- আইনি পরামর্শ
- লিগ্যাল এইড সংক্রান্ত তথ্য
- কাউন্সিলিং
- মামলা/মোকদ্দমা করার প্রাথমিক তথ্য
- সরকারি আইনি সেবা সম্পর্কিত যেকোনো পরামর্শ ও অভিযোগ

বিদেশ থেকে কল করুন:
+৮৮০৯৬১২৩১৬৬৯৯

www.dbla.gov.bd
www.facebook.com/bdnlaso

সরকারি খরচে বিরোধ শেষ
সবার আগে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৪৫, নিউ বেইলী রোড (৮ম তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৪১০৩২২৯৪, ৪১০৩২২৯৫, ৪১০৩২২৯৬
ওয়েবসাইট: www.dbla.gov.bd
ইমেইল: ed@nlaso.gov.bd